|  |  |
| --- | --- |
| **বিচারিক সেবা** | |
| **সেবা প্রাপ্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ** | সমবায় সমিতির যেকোনো কার্যক্রম/নির্বাচন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিরোধসংক্রান্ত বিষয়ে যেকোনো সদস্য সমিতি বা সমিতির কোনো সদস্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ডিসপুট মামলা দায়ের করতে পারেন। প্রাথমিক সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে জেলা সমবায় অফিসার কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে বিভাগীয় যুগ্ম-নিবন্ধক/উপ-নিবন্ধক (বিচার) এবং জাতীয় সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে নিবন্ধক/মহাপরিচালক বরাবরে ডিসপুট মামলা দায়ের করতে পারেন।  সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমিতি বা সমিতির কোনো সদস্যের অভিযোগ প্রাপ্তির পর তারিখ, স্থান ও সময় উল্লেখপূর্বক  উভয়পক্ষকে শুনানির নোটিশ জারি করেন।  অতঃপর নির্ধারিত তারিখ, স্থান ও সময় উভয়পক্ষের শুনানি গ্রহণপূর্বক রায় প্রদান করেন। রায়ের অনুলিপি তার দপ্তরে সংরক্ষণসহ বাদী, বিবাদী ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে প্রদান করেন। রায় অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃক (বাদী, বিবাদী ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর) ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। অথবা প্রদত্ত রায়ে সংক্ষুব্ধ পক্ষ রায় প্রদানকারীর পরবর্তী ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বরাবরে আপীল আবেদন দাখিল ও আপীল রায়ের মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়। |
| **সেবা প্রাপ্তির সময়** | ৫-৯০ দিন |
| **প্রয়োজনীয় ফি** | ১০০/-(একশত টাকার কোর্ট ফি) |
| **সেবা প্রাপ্তির স্থান** | জেলা/বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়/সমবায় অধিদপ্তর |
| **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী** | ১. জেলা সমবায় অফিসার, পরিদর্শক, ২. যুগ্ম-নিবন্ধক, উপ-নিবন্ধক (বিচার), পরিদর্শক ৩. নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, অতিরিক্ত নিবন্ধক, যুগ্ম-নিবন্ধক, উপ-নিবন্ধক, সহকারী নিবন্ধক |
| **প্রয়োজনীয় কাগজপত্র** | আবেদনপত্র |
| **সেবা প্রাপ্তির শর্তাবলি** | সমবায় বিভাগ হতে নিবন্ধিত সমবায় সমিতি/সমিতির সদস্য হতে হবে |
| **সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি** | ১. সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত, ২০০২ সংশোধিত, ২০১৩)  ২. সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ |
| **সেবা প্রদানে ব্যর্থ হলে প্রতিকারকারী কর্মকর্তা** | প্রাথমিক সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে যুগ্ম-নিবন্ধক, কেন্দ্রীয় সমিতির ক্ষেত্রে নিবন্ধক ও জাতীয় সমিতির ক্ষেত্রে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ |